ইন্টারনেট নীতিমালাসমূহ

ইন্টারনেট মানবাধিকারের বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবনের সুযোগ করে দিয়েছে। সেইসাথে আমাদের প্রতিদিনের জীবনেও ক্রমাগত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এই ইন্টারনেট। তাই সরকার এবং ব্যক্তি পর্যায়ের সকলের ইন্টারনেটে মানবাধিকার রক্ষা ও শ্রদ্ধা করার বিষয়টি খুব জরুরী। এমনকি সর্বোচ্চ মানবাধিকার নিশ্চিত করতে ইন্টারনেটকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অধিকার ভিত্তিক ইন্টারনেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ১০টি অধিকার ও নীতিসমূহ হলো:

১. **সামগ্রিকতা ও সমতা:** জন্মগত ভাবে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন। মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকেও সমান। অনলাইনেও সকলকে এর প্রতি অবশ্যই সম্মান প্রদর্শন এবং তা রক্ষা ও বজায় রাখতে হবে।

২. **অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার:** ইন্টারনেট হলো এমন একটি স্থান, যেখানে মানবাধিকার উন্নয়ন, তা রক্ষা ও বজায় রাখা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বিরাজমান থাকবে। অনলাইনে মানবাধিকারের বিষয়টিকে সম্মান করার দায়িত্ব সকলের।

৩. **প্রবেশাধিকার:** প্রত্যেকের ইন্টারনেটে প্রবেশ এবং নিরাপদ ও তা উন্মুক্ত ভাবে ব্যবহারের সমান অধিকার রয়েছে।

৪. **প্রকাশ ও সংগঠিত হওয়া:** কোনোরকম সেন্সরশিপ বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই যে কেউ স্বাধীন ভাবে তথ্য খোঁজা, সংগ্রহ করা ও প্রদান করতে পারবে। সে অধিকার তার রয়েছে। এ ছাড়াও ইন্টারনেট বা এর মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকারও সবার রয়েছে।

৫. **গোপনীয়তা ও তথ্য সংরক্ষণ:** প্রত্যেকের অনলাইনে গোপনীয়তা বজায় রাখার অধিকার রয়েছে। এ ছাড়া নজরদারি ও গুপ্তচরবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকার অধিকারও রয়েছে। ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্রকাশ ও নষ্ট করার অধিকার সহ তাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখার অধিকার রয়েছে প্রতিটি মানুষের।

৬. **জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা:** প্রতিটি মানুষের অনলাইনে জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার কে সম্মান জানানো, সংরক্ষণ ও বজায় রাখার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার খর্ব করা বা অন্য অধিকার খর্ব করার জন্য এগুলোকে অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে না।

৭. **বৈচিত্র্যতা:** ইন্টারনেটের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এজন্য কারিগরি ও নীতি সংক্রান্ত উদ্ভাবনীকে উৎসাহিত করতে হবে।

৮. **সম সংযোগ:** ইন্টারনেটের প্রতিটি বিষয়াবলীতে সকলের অবশ্যই উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার রয়েছে। বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক অথবা অন্য যে কোনো অজুহাতে বৈষম্যমূলক পক্ষপাতিত্ব, পরিশোধিত অথবা নিয়ন্ত্রিত হওয়া থেকে প্রতিটি মানুষ মুক্ত থাকবে।

৯. **মানদণ্ড ও নীতিমালা:** ইন্টারনেটের গঠনশৈলী, যোগাযোগ প্রক্রিয়া এবং তথ্য ও উপাত্ত কাঠামোকে অবশ্যই উন্মুক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে গঠিত হবে, যেখানে সকলের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

১০. **সুশাসন:** মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে গঠিত আইনি ও মানদণ্ডের মাধ্যমে অবশ্যই ইন্টারনেটকে পরিচালিত হতে হবে। তা হতে হবে উন্মুক্ত, অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ এবং বহুমাত্রিক আচরণের মধ্য দিয়ে।